‘রিজলভ’ এর কার্যক্রম এবং জনগনের (নিয়ন্ত্রিত এবং অনিয়ন্ত্রিত) জীবনযাত্রার উন্নয়নে এর প্রভাব

এপ্রিল ২০১১-মার্চ ২০১২

বাংলাদেশের অনেক এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এবং সেই সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থাও অনেক দূর্বল। এইসব এলাকার মানুষেরা চরম দুর্দশায় জীবনযাপন করে। বর্তমান সময়ে কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (NGOs) এই দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। অক্সফাম নোভিব এর আর্থায়নে গণ কল্যাণ সংস্থা (জিকেএস), গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) ও শরিয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস) যথাক্রমে সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, শরিয়তপুরে অবস্থিত তিনটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই এলাকার চরম দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন অন্বেষন কৌশলগত সহযোগী হিসেবে কাজ করছে।

বন্যা, খরা, নদীভাঙন ও জমির লবণাক্ততার জন্য এই এলাকাগুলোতে জীবনধারন করা খুবই কষ্টকর আর এই সব কারনেই এই তিনটি এলাকাকে বেছে নেয়া হয়েছে। নদীভাঙনের ফলে ভূমির মালিকানা নির্ধারন ও একটি বড় সমস্যা যা জীবনযাত্রায় অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পাশাপাশি ক্ষমতাশীল শ্রেণীর সাথে ক্ষমতাহীন শ্রেণীর মাঝে বিরোধ বজায় রাখে।

উপোরক্ত তিনটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, শরিয়তপুরের দুর্গম স্থানে বসবাসকারী চরম দারিদ্রের শিকার মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য ‘অরক্ষিত বাস্তুতন্ত্রের জন্য পুনরুৎপাদকশীল কৃষি এবং টেকসই জীবনযাত্রা প্রকল্প (রিজলভ)’ নামক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের তত্তাবধানে মুলত দুইটি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে - একটি হলো ‘জীবিকার বৈচিত্রায়ন’ এবং অপরটি হলো ‘ক্ষুদ্র উদ্দ্যোগ প্রসারণ’।

উপোরক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের একবছর পূর্ণ হওয়ায় এটা দেখা জরুরি যে এই প্রকল্পের কি ধরনের প্রভাব সুবিধাভোগীদের জীবনযাত্রার উপর পড়েছে। এই গবেষণাপত্রে দুই শ্রেণীর পরিবারকে নেয়া হয়েছে, একটি শ্রেণী হলো যারা উপোরক্ত মডেলগুলোর কোন একটির সাথে সরাসরি জড়িত অর্থাৎ রিজলভ প্রকল্পের সাথে জড়িত (এই শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী বলা হয়েছে) এবং অপর শ্রেণী হলো যারা রিজলভ প্রকল্পের সাথে জড়িত নয় (এই শ্রেণীকে অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণী বলা হয়েছে)। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে জিকেএস, জিইউকে, এসডিএস এর দ্বারা পরিচালিত মাসিক জড়িপের মাধ্যমে। মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের উপাদা নের (খাদ্য,

বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) উপর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পাশাপাশি নারীর অধিকার বিষয়ক তথ্য-উপাত্তও সংগ্রহ করা হয়েছে কারন নারীর ক্ষমতায়ন রিজলভ প্রকল্পের অন্যতম একটি বিষয়।

মাসিক জরিপকৃত পরিবারের সংখ্যা হল মোট ৩০০টি, প্রতি জেলা থেকে ১০০টি পরিবার যার মাঝে ৫০টি পরিবার নিয়ন্ত্রিত ও ৫০টি পরিবার অনিয়ন্ত্রিত। নির্বাচিত সব পরিবারের প্রতিদিনের আয় ১.২৫ ডলারের কম যা বিশ্বব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত দারিদ্ররেখার মাপকাঠি। এই গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য হল বাস্তবায়িত মডেলগুলো কতখানি টেকসই তা দেখা এবং মডেলগুলোর প্রভাবে সুবেধাভোগী গোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় কি পরিবর্তন হচ্ছে।

আয়

পেশাঃ এই গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, জড়িপে অংশগ্রহণকারীদের পেশায় গত এক বছরে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। প্রায় ৮০ শতাংশ পরিবার কৃষির উপর নির্ভরশীল (কৃষক বা মজুরি শ্রমিক হিসেবে)। অধিকাংশ পরিবারের নিজস্ব কোন জমি নেই, যারা অন্যের জমি বর্গা নিয়ে কৃষিকাজ করছে তারা এই গবেষণায় কৃষক হিসেবে বিবেচিত। অপরদিকে যারা জমিতে মজুরির বিনিময়ে কাজ করে তারা এই গবেষণায় মজুরি শ্রমিক হিসেবে বিবেচিত।

ছক-১: চারটি ত্রৈমাসিকে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর পেশার শতকরা হার

পেশা	নিয়ন্ত্রিত				অনিয়ন্ত্রিত			
	প্রথম ত্রৈমাসিক	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক	তৃতীয় ত্রৈমাসিক	চতুর্থ ত্রৈমাসিক	প্রথম ত্রৈমাসিক	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক	তৃতীয় ত্রৈমাসিক	চতুর্থ ত্রৈমাসিক
কৃষক	২৬.২২	২৩.৩৩	২৫.৩৩	২৫.৭৮	১৮.২২	১৭.৫৬	১৭.৫৬	১৮.৬৭
মজুরি শ্রমিক	৫৩.১১	৫৩.৭৮	৫১.৭৮	৫৩.৩৩	৭৩	৬৭.১১	৬৬.৮৯	৬৮.৮৯
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	২	২.৪৪	০.৮৯	১.১১	২	২.৬৭	১.৩৩	১.৩৩
জেলে	৫.৫৬	৫.৩৩	৫.১১	৫.৩৩	১.৩৩	১.৫৬	১.৩৩	১.৩৩
চাকুরীজীবি	১.৩৩	০.৮৯	০	০	০.৬৭	০.২২	০	০
রিক্সা/ভ্যান চালক	৩.১১	২.৬৭	২.৬৭	৩.৩৩	৩.৩৩	৪.৬৭	৫.৩৩	৫.১১
গাড়ি চালক	০.৪৪	০.২২	০.২২	০	০	০	০	০
অন্যান্য	৬.৮৯	১১.৩৩	১৪	১১.১১	৩.৮৯	৬.২২	৭.৫৫	৪.৬৭

কৃষকঃ উপরের ছকে দেখা যাচ্ছে যে, চারটি ত্রৈমাসিকে নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ পরিবার প্রধান কৃষক, অপরদিকে অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পরিবার প্রধান কৃষক। এলাকা ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, সিরাজগঞ্জে নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীতে কোন কৃষক নেই এবং অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীতে মাত্র ১.৩৩ শতাংশ কৃষক। গাইবান্ধা ও শরিয়তপুরে নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর কৃষকের সংখ্যা (যথাক্রমে ২৪ ও ৫৪ শতাংশ) অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর কৃষকের (যথাক্রমে ১২ ও ৪২ শতাংশ) চেয়ে বেশি।

মজুরি শ্রমিকঃ উপরের ছকে দেখা যাচ্ছে যে, চারটি ত্রৈমাসিকেই উভয় গোষ্ঠীর পরিবার প্রধান মজুরি শ্রমিক হিসেবে সবচেয়ে বেশি নিয়োজিত। এলাকা ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে , সিরাজগঞ্জে মজুরি শ্রমিকের হার সবচেয়ে বেশি, নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীতে গড়ে প্রায় ৭৭.৩৪ শতাংশ এবং অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীতে গড়ে প্রায় ৮৯.৫ শতাংশ। গাইবান্ধা ও শরিয়তপুরে নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর মজুরি শ্রমিকের সংখ্যা (যথাক্রমে ৫০.৩৩ ও ৩২ শতাংশ) ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর মজুরি শ্রমিকের সংখ্যা (যথাক্রমে ৬৯.৩৪ ও ৫৪ শতাংশ)।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীঃ ছোট মুদীর দোকান ও বাজারে বিক্রির জন্য হাঁস-মুরগী ও ভেড়া পালন, কম্বল তৈরি, বাঁশের হস্তশিল্প ও হোগলা পাটি তৈরির সাথে যারা জড়িত তারা এই গবেষণায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে বিবেচিত। উপরের ছকে দেখা যাচ্ছে যে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর হার খুবই কম এবং উভয় গোষ্ঠীতেই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর হার প্রথম ত্রৈমাসিকের তুলনায় চতুর্থ ত্রৈমাসিকে হ্রাস পেয়েছে।

জেলেঃ প্রথম ত্রৈমাসিকে উভয় গোষ্ঠীতেই (নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীতে যথাক্রমে ৫.৫৬ ও ৫.৩৩ শতাংশ) জেলের হার বেশি থাকলেও চতুর্থ ত্রৈমাসিকে হ্রাস পেয়েছে (নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত উভয় গোষ্ঠীতেই ১.৩৩ শতাংশ)।

চাকুরীজীবিঃ মুলত যারা শহরে পোশাক তৈরি কারখানায় বা অন্য কোন অফিসে কাজ করে তারা এই এই গবেষণায় চাকুরীজীবি হিসেবে বিবেচিত। প্রথম ও দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে উভয় গোষ্ঠীতেই চাকুরীজীবি থাকলেও তৃতীয় ও চতুর্থ ত্রৈমাসিকে কোন চাকুরীজীবি নেই(ছক-১)। এলাকা ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, শুধুমাত্র গাইবান্ধায় চাকুরীজীবি রয়েছে এবং সিরাজগঞ্জ ও শরিয়তপুরে কোন চাকুরীজীবি নেই।

রিক্সা/ভ্যান চালকঃ এলাকা ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, শুধুমাত্র গাইবান্ধায় রিক্সা/ভ্যান চালক রয়েছে এবং সিরাজগঞ্জ ও শরিয়তপুরে কোন রিক্সা/ভ্যান চালক নেই। গাইবান্ধায় উভয় গোষ্ঠীতেই রিক্সা/ভ্যান চালকের হার প্রথম ত্রৈমাসিকের (নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীতে

যথাক্রমে ৯.৩৩ ও ১০ শতাংশ) তুলনায় চতুর্থ ত্রৈমাসিকে (নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীতে যথাক্রমে ১০ ও ১৫.৩৩ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়েছে।

গাড়ি চালকঃ প্রথম ত্রৈমাসিকে গাইবান্ধায় শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীতে ১.৩৩ শতাংশ পরিবার প্রধান ছিল গাড়ি চালক, কিন্তু সিরাজগঞ্জ ও শরিয়তপুরে কোন গাড়ি চালক নেই।

অন্যান্যঃ এই গবেষণায় ছুতার, রাজমিস্ত্রী, মাঝি প্রভৃতি পেশাকে অন্যান্য পেশার মাঝে বিবেচনা করা হয়েছে। উপরের ছকে দেখা যাচ্ছে যে, চারটি ত্রৈমাসিকেই নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর অন্যান্য পেশার হার অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর অন্যান্য পেশার হারের তুলনায় বেশি।

সর্বোপরি এলাকা ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, গাইবান্ধায় পেশার বৈচিত্রায়ন সিরাজগঞ্জ ও শরিয়তপুরের তুলনায় বেশি।

আয়ের পরিমাণঃ এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর আয়ের পরিমাণ অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর আয়ের পরিমাণের চেয়ে বেশি।

ছক-২: চারটি ত্রৈমাসিকে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর আয়ের পরিমাণের শতকরা হার

আয়ের পরিমাণ	ত্রৈমাসিক	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত
<২০০০ টাকা	প্রথম ত্রৈমাসিক	৪৭.৬৭	৭৪.৩৩
	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক	৪১	৬৪
	তৃতীয় ত্রৈমাসিক	৩৫.১১	৫৮.৮৯
	চতুর্থ ত্রৈমাসিক	২৩.৩৩	৪৮.৪৫
২০০০-৩০০০ টাকা	প্রথম ত্রৈমাসিক	২৯	১৪
	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক	২৮.৩৩	২৫.৬৭
	তৃতীয় ত্রৈমাসিক	৩৪.৬৭	৩৭.১১
	চতুর্থ ত্রৈমাসিক	৩৮.৭৮	৩৬.৬৭
৩০০০-৪০০০ টাকা	প্রথম ত্রৈমাসিক	২৩	১১.৬৭
	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক	৩০.৬৭	১০.৩৩
	তৃতীয় ত্রৈমাসিক	২১.১১	৩.৫৬
	চতুর্থ ত্রৈমাসিক	২৭.৮৯	১০.৪৫
৪০০০+ টাকা	প্রথম ত্রৈমাসিক	০	০
	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক	০	০
	তৃতীয় ত্রৈমাসিক	৯.১১	০
	চতুর্থ ত্রৈমাসিক	১০.১১	৪.৪৪

<২০০০ টাকাঃ উপরের ছকে দেখা যাচ্ছে যে, জড়িপে অংশগ্রহণকারী যাদের আয় ২০০০ টাকার কম তাদের সংখ্যা উভয় গোষ্ঠীতেই প্রথম ত্রৈমাসিকের তুলনায় চতুর্থ ত্রৈমাসিকে হ্রাস পেয়েছে।

২০০০-৩০০০ টাকাঃ উপরের ছকে দেখা যাচ্ছে যে, জড়িপে অংশগ্রহণকারী যাদের আয় ২০০০ থেকে ৩০০০ টাকার মধ্যে তাদের সংখ্যা উভয় গোষ্ঠীতেই প্রথম ত্রৈমাসিকের তুলনায় চতুর্থ ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩০০০-৪০০০ টাকাঃ উপরের ছকে আরো দেখা যাচ্ছে যে, জড়িপে অংশগ্রহণকারী যাদের আয় ৩০০০ থেকে ৪০০০ টাকার মধ্যে তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীতে কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর হ্রাস পেয়েছে।

৪০০০+ টাকাঃ উপরের ছকে আরো দেখা যাচ্ছে যে, জড়িপে অংশগ্রহণকারী যাদের আয় ৪০০০ টাকার বেশি এমন পরিবার প্রথম ও দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে কোন গোষ্ঠীতেই ছিল না। নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর তৃতীয় ও চতুর্থ ত্রৈমাসিকে যথাক্রমে ৯.১১ ও ১০.১১ শতাংশ পরিবারের আয় ৪০০০টাকার বেশি ছিল। অপরদিকে, অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর শুধুমাত্র চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ৪.৪৪ শতাংশ পরিবারের আয় ছিল ৪০০০টাকার বেশি।

আয় দারিদ্রঃ বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব আনুযায়ী, একজন ব্যক্তির প্রতিদিনের গড় আয় ১ ডলার হলে সেই ব্যক্তি নিম্ন দারিদ্র রেখায় ও একজন ব্যক্তির প্রতিদিনের গড় আয় ১.২৫ ডলার হলে সেই ব্যক্তি উচ্চ দারিদ্র রেখায় অবস্থান করে। এই গবেষোণায় দেখা যাচ্ছে যে, গত এক বছরে জড়িপকৃত নিয়ন্ত্রিত পরিবারগুলোর উচ্চ দারিদ্রের হার কমেছে (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ত্রৈমাসিকে যথাক্রমে ৭৬.৬৭, ৬৯.৩৩, ৬৯.৭৮ ও ৬২.১ শতাংশ) এবং নিম্ন দারিদ্রের হারও কমেছে (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ত্রৈমাসিকে যথাক্রমে ৪৭.৬৭, ৪১, ৩৫.১১ ও ২৩.৩৬ শতাংশ)। অপরদিকে জড়িপকৃত নিয়ন্ত্রিত পরিবারগুলোর উচ্চ দারিদ্রের হার প্রথম ত্রৈমাসিকের (৮৮.৩৩ শতাংশ) তুলনায় চতুর্থ ত্রৈমাসিকে (৮৫.১১ শতাংশ) কমলেও দ্বিতীয় (৮৯.৬৭ শতাংশ) ও তৃতীয় (৯৬ শতাংশ) ত্রৈমাসিকে বেশি ছিল। সেইসাথে নিম্ন দারিদ্রের হার গত এক বছরে কমেছে (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ত্রৈমাসিকে যথাক্রমে ৭৪.৩৩, ৬৪, ৫৮.৮৯ ও ৪৮.৪৪ শতাংশ)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী র আয় দারিদ্রের হার অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর আয় দারিদ্রের হারের তুলনায় কম এবং ধীরে ধীরে কমছে।

ব্যয়

এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, এই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মোট ব্যয়ের সিংহভাগ হয় খাদ্য, বস্ত্র ও ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য। এর মাঝে খাদ্যের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয়। জড়িপে অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলো তাদের আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় করে শুধুমাত্র খাদ্যের জন্য (২৮.০৫ ও ৩৮.৫১ শতাংশ যথাক্রমে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী)।

ছক-৩: চারটি ত্রৈমাসিকে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর খাতওয়ারী গড় শতকরা ব্যয়

ব্যয়ের খাত	প্রথম ত্রৈমাসিক		দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক		তৃতীয় ত্রৈমাসিক		চতুর্থ ত্রৈমাসিক	
	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত
খাদ্য	৩১.২	৪৩.২৫	২৮.৭২	৩৮.৩৬	৩০.১২	৩৭.৯৫	২২.১৪	৩৪.৪৮
বস্ত্র	৫.৫৩	১৩.২৮	৫.৪৯	১৪.৯২	৩.০১	১৩.৯৫	৩.২৯	১৬.০৪
শিক্ষা	৫.৫৮	৭.৮৫	৩.৯৬	৩.০২	৩.০১	৪.১	৩.৮১	২.২৫
চিকিৎসা	৩.৯৬	৫.৮৬	৫.০৮	৪.৩১	৩.৫৬	৩.৯৩	২.৭৩	৪.১৯
বাসস্থান	২.৬৯	৪.৩২	০.৭৪	০.৪১	০.১২	০.৮৪	১.৬৮	১.১৮
বিবিধ ব্যয়বহুল ব্যয়	০.৩৩	০.১৬	২.৩৮	০.৩৮	১.৩৬	০.০৫	১.০৭	০.১২
ব্যবসায় বিনিয়োগ	১৬.১৯	১৫.৬১	৫.১৫	২.৩৪	২.২৪	১২.৯৮	৭.১৯	৪.৮

উপরের ছকে দেখা যচ্ছে যে, অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী গড়ে নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর চেয়ে প্রায় সব খাতেই ব্যয় বেশি করছে। আরো দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম ত্রৈমাসিক থেকে চতুর্থ ত্রৈমাসিকে খাদ্যের জন্য ব্যয় উভয় গোষ্ঠীরই হ্রাস পেয়েছে কারন তারা বসতবাড়িতে চাষাবাদকৃত শাক -সবজী দ্বারা খাদ্যঝুড়ি পূর্ন করছে। সাধারণত খাদ্য ব্যয় হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য দক্ষতা উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে মূল্যস্ফিতির জন্য খাদ্য ব্যয় হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য দক্ষতা উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি। মূল্যস্ফিতির জন্য খাদ্য ব্যয় সংকোচনের পাশাপাশি অন্যান্য ব্যয়ও সংকোচন করা হয়েছে।

খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ

ভাত ও শাক-সবজী এই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রধান খাদ্য। অন্যান্য খাদ্য যেমন- ডাল, মাছ, মাংস, দুধ, ভোজ্যতৈল, ফলমূল গ্রহণের পরিমাণ খুবই কম। একটি সুষম খাদ্য তালিকায় শর্করা, আমিষ, চর্বি ও ভিটামিন সঠিক পরিমাণে থাকা প্রয়োজন যা উপোরক্ত খাদ্যগুলো সঠিক পরিমাণে গ্রহণের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। গড়ে প্রতিদিন মোট খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ থেকে মোট খাদ্য ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ হিসাব করা হয়। খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় হিসাব (২০১০) থেকে জানা

যায় যে, একজন মানুষ গড়ে প্রতিদিন ≤২১২২ কিলোক্যালরি, ≤১৮০৫ কিলোক্যালরি ও ≤১৬০০ কিলোক্যালরি গ্রহণ করলে যথাক্রমে absolute, Hardcore and ultra দরিদ্র বলা হয়; এবং ২১২২ কিলোক্যালরির বেশি গ্রহণ করা হলে দারিদ্ররেখার উপরে অবস্থান করে অর্থাৎ দরিদ্র নয়। গড় কিলোক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ নিম্নে ছকে দেখানো হলঃ

ছক-৪: চারটি ত্রৈমাসিকে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর গড় কিলোক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ

	প্রথম ত্রৈমাসিক		দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক		তৃতীয় ত্রৈমাসিক		চতুর্থ ত্রৈমাসিক	
	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত
কিলোক্যালরি	২২৩৯.৫	২০৮০.৬৫	২১১৭.৮৭	২০২৭.৩৭	২২৫৭	১৯৯৪.৬৭	২২২১.১১	২০০৩.৫৫

এই গবেষণা থেকে জানা যায় যে, প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ত্রৈমাসিকে নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর গড় কিলোক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ২১২২ কিলোক্যালরির বেশি ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ২১২২ কিলোক্যালরির চেয়ে মাত্র ৪.১৩ কিলোক্যালরি কম ছিল। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্য গ্রহণের দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী দরিদ্র নয়। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি ত্রৈমাসিকে অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর গড় কিলোক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ২১২২ কিলোক্যালরির কম কিন্তু ১৮০৫ কিলোক্যালরির বেশি। নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর খাদ্যের জন্য ব্যয় কমলেও খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমেনি কারণ তারা তাদের খাদ্যঝুড়ি পূর্ন করছে নিজ বাড়িতে আবাদকৃত শাক -সবজী দ্বারা।

এই গবেষণায় এলাকা ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জের নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত উভয় গোষ্ঠী খাদ্য দারিদ্র রেখার নিচে অবস্থান করছে (গাইবান্ধায় প্রতিদিন গড় কিলোক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর যথাক্রমে ১৯০৯ ও ১৮০২.৭৫ কিলোক্যালরি), (সিরাজগঞ্জে প্রতিদিন গড় কিলোক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর যথাক্রমে ১৮৪৯.৬৭ ও ১৮১৯.৬৭ কিলোক্যালরি)। কিন্তু শরিয়তপুরের নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত উভয় গোষ্ঠী খাদ্য দারিদ্র রেখার উপরে অবস্থান করছে (শরিয়তপুরে প্রতিদিন গড় কিলোক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীর যথাক্রমে ২৮৪৬.৬৭ ও ২৪৫৭.২৫ কিলোক্যালরি)।

সামাজিকভাবে নারী পুরুষের উপর আরোপিত বৈষম্য

নারীর ক্ষমতায়ন রিজলভ প্রকল্পের অন্যতম একটি লক্ষ্য। এই গবেষণায় নিম্মোক্ত চারটি বিষয়ের প্রতি মূলত আলোকপাত করা হয়েছে;

- নারী শিক্ষার শতকরা হার
- নারীর উচ্চশিক্ষার শতকরা হার (এস.এস.সি বা উর্দ্ধে)

- নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার শতকরা হার (বিশেষত উপার্জনকারী নারীর ক্ষেত্রে)
- জন্মনিয়ন্ত্রন পধতি গ্রহণের শতকরা হার

প্রথম ত্রৈমাসিক ও চতুর্থ ত্রৈমাসিক নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত উভয় শ্রেণীর তুলনা এখানে একটি ছকের মাঝে দেখানো হলোঃ

ছক-৫: চারটি মূল বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর নারীর শতকরা হারের তুলনা

	প্রথম ত্রৈমাসিক		চতুর্থ ত্রৈমাসিক	
	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত
নারী শিক্ষা	৩২	২৯	৩৬.২২	২৪.২২
নারীর উচ্চশিক্ষা	২	২	২	০.৬৭
নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা	২৬	২৩	৪০.২২	১৫.১১
জন্মনিয়ন্ত্রন পধতি গ্রহণ	৬৫.৭৫	৮৪	৮০.৬৭	৭৯.৩৩

এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, উভয় ত্রৈমাসিকেই জরিপকৃত এলাকাগুলোতে সুবিধাভোগী গোষ্টীর নারী শিক্ষার হার অনিয়ন্ত্রিত গোষ্টীর চেয়ে বেশি। প্রথম ত্রৈমাসিকের তুলনায় চতুর্থ ত্রৈমাসিকে নারী শিক্ষার হার সুবিধাভোগী গোষ্টীর বৃদ্ধি পেলেও (৩২ ও ৩৬.২২ শতাংশ যথাক্রমে প্রথম ও চতুর্থ ত্রৈমাসিকে) অনিয়ন্ত্রিত গোষ্টীর কিছুটা হ্রাস পেয়েছে (২৯ ও ২৮.২২ শতাংশ যথাক্রমে প্রথম ও চতুর্থ ত্রৈমাসিকে)। যেহেতু সুবিধাভোগী গোষ্টীর আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তারা তাদের মেয়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর বিষয়ে বেশি আগ্রহী হচ্ছে।

জরিপকৃত এলাকাগুলোতে নারীর উচ্চ শিক্ষার হার খুবই কম। উভয় ত্রৈমাসিকেই সুবিধাভোগী গোষ্টীর মাত্র ২ শতাংশ নারী উচ্চ শিক্ষিত। অপরদিকে প্রথম ত্রৈমাসিকে অনিয়ন্ত্রিত গোষ্টীর মাত্র ২ শতাংশ নারী উচ্চ শিক্ষিত থাকলেও চতুর্থ ত্রৈমাসিকে তা কমে ০.৬৭ শতাংশ হয়েছে। জরিপকৃত এলাকাগুলোতে অধিকাংশ মেয়ের ১৪ থেকে ১৬ বছরের মাঝে বিয়ে হয়ে যায়। মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া বৃদ্ধি পেলেও বাল্য বিবাহের কারনে ও পারিবারিক দায়িত্ব বৃদ্ধির ফলে সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর পর ঝরে পরার হার অনেক বেশি।

নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের হার (২৬ ও ৪০.২২ শতাংশ যথাক্রমে প্রথম ও চতুর্থ ত্রৈমাসিকে)অনেক কম হলেও সুবিধাভোগী গোষ্টীর নারীর আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ছে, কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত গোষ্টীর কমেছে (২৩ ও ১৫.১১ শতাংশ যথাক্রমে প্রথম ও চতুর্থ ত্রৈমাসিকে)।

প্রথম ত্রৈমাসিকে সুবিধাভোগী গোষ্টীর নারীদের মাঝে মাত্র ৬৫.৭৫ শতাংশ নারী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করত যা চতুর্থ ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮০.৬৭ শতাংশ। অপরদিকে অনিয়ন্ত্রিত গোষ্টীর নারীদের মাঝে ৮৪ শতাংশ নারী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করলেও চতুর্থ ত্রৈমাসিকে তা কমে ৭৯.৩৩ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। সুবিধাভোগী গোষ্টীর নারীদের ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কারনে তাদের মাঝে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের পরিমাণও ধীরে ধীরে বাড়ছে।

পরিশিষ্টঃ রিজলভ প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে সুবিধাভোগীদের জীবনযাত্রায় কি প্রভাব পড়ছে এবং অনিয়ন্ত্রিত গোষ্টীর জীবনযাত্রার সাথে তুলনা করাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। সর্বোপরি দেখা গিয়েছে যে, নিয়ন্ত্রিত গোষ্টীর জীবনযাত্রার মান স্থিতিশীলভাবে ধীরে ধীরে কিছুটা উন্নত হচ্ছে। অপরদিকে অনিয়ন্ত্রিত গোষ্টীর জীবনযাত্রার মানও উন্নত হচ্ছে তবে তাতে অস্থিতিশীলতা অনেক বেশি।